বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 15, Issue 04, 2024

বিএলআরআই এর 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা-২০২৪' অনুষ্ঠিত

মাংস আমদানি হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। বহু বিদেশী সংস্থা আমাদেরকে কম দামে মাংস আমদানির প্রস্তাব দেয়। তাদের এই প্রস্তাবের কারণে সরকারও অনেক সময় চাপে পড়ে যায়। কিন্তু দেশেই মাংস উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। কেবল কোরবানি কেন্দ্রিক মাংসের বাজার বিবেচনা না করে সারা বছর কি পরিমাণ মাংসের চাহিদা থাকে তা বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। মাংসের দাম কেনো বাড়ে তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে। দেশীয় জাতসমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। গত ০১/১২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রোজ রবিবার সকালে সাভারে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর মূল কেন্দ্রে বিএলআরআই-এর 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা-২০২৪' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মিজ্ ফরিদা আখতার এ কথা বলেন।

এ সময় তিনি আরো বলেন, বিএলআরআই হলো দেশীয় প্রজাতিসমূহের একটি জিন ব্যাংক। তাই বিদেশী জাতসমূহের অভিযোজনের পাশাপাশি দেশীয় জাতসমূহ সংরক্ষণেও বিএলআরআইকে ভূমিকা রাখতে হবে। যেসব প্রজাতি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে, প্রয়োজন হলে বিএলআরআই হতে সেসব প্রাণী সংরক্ষণে রেড এ্যালার্ট জারি করতে হবে। পাশাপাশি তিনি দেশের কোন এলাকায় কোন প্রজাতির প্রাণিসম্পদ বেশি পাওয়া যায়, সে সংক্রান্ত একটি ম্যাপ প্রণয়নেও বিএলআরআইকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ অভিঘাত মোকাবেলার নির্দেশনা দিয়ে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। আমাদের দেশীয় জাতসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে কতোটা খাপ খাইয়ে নিতে পারছে, সে সংক্রান্ত গবেষণা করতে হবে। পাশাপাশি মৌসুমভেদে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা এবং এর সাথে সাথে প্রাণীদের উৎপাদনে কি ধরনের পরিবর্তন আসছে সে সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাজারে নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব হবে। এ সময় তিনি বিএলআরআই এর সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন।

বিএলআরআই এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সমাপ্ত গবেষণাসমূহের ফলাফল ও অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা-২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।

সকাল ১০.০০ ঘটিকায় পবিত্র কোরআন হতে তিলাওয়াত এবং পবিত্র গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং কর্মশালার সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন বিএলআরআই এর অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। স্বাগত বক্তব্যের পরে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ একে একে তাদের বক্তব্য প্রদান করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে শুরু হয় কারিগরি সেশন। "অ্যানিম্যাল অ্যান্ড পোল্ট্রি ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিকস" শীর্ষক এই সেশনে মোট ০৬ (ছয়) টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। প্রধান অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মিজ্ ফরিদা আখতার ও অন্যান্য আমন্ত্রিত

অতিথিরা প্রথম সেশনে উপস্থিত থেকে বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীদের উপস্থাপনা উপভোগ করেন। এছাড়াও পাশাপাশি তারা বিএলআরআই সম্মেলন কক্ষ (চতুর্থ তলা) এর ছাদে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমের উপরে উপস্থাপিত পোস্টারসমূহ পরিদর্শন করেন।

এবারের কর্মশালায় ০৬ (ছয়)টি সেশনে সর্বমোট ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি গবেষণা প্রবন্ধ মৌখিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে প্রথম দিনে "অ্যানিম্যাল অ্যান্ড পোল্ট্রি ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিকস" শীর্ষক প্রথম সেশনে ০৬ (ছয়) টি গবেষণা প্রবন্ধ "বায়োটেকনোলজি এন্ড ডেইরি রিসার্চ" শীর্ষক দ্বিতীয় সেশনে ০৬ (ছয়) টি প্রবন্ধ, "সোশিও-ইকোনোমিকস অ্যান্ড ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ" শীর্ষক তৃতীয় সেশনে ০৫ (পাঁচ) টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে "নিউট্রিশন, ফিডস অ্যান্ড ফিডিং ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক চতুর্থ সেশনে ০৬ (ছয়) টি গবেষণা প্রবন্ধ, "এনভায়রনমেন্ট, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক পঞ্চম সেশনে ০৪ (চার) টি প্রবন্ধ এবং "অ্যানিম্যাল অ্যান্ড পোল্ট্রি ডিজিজ অ্যান্ড হেলথ" শীর্ষক শেষ সেশনে ০৮ (আট) টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপনার পাশাপাশি বিএলআরআই সম্মেলন কক্ষ (চতুর্থ তলা) এর ছাদে চলমান বিভিন্ন গবেষণার উপর মোট ৫১ (একান্ন) টি পোস্টারও প্রদর্শন করা হয়।

উক্ত আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, প্রাণী ও পোল্ট্রি উৎপাদন ও খামার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞ এবং সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের খামারিগণ, বিএলআরআই-এর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ।

বিএলআরআইতে 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা-২০২৪' অনুষ্ঠানের সমাপনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সমাপ্ত গবেষণাসমূহের ফলাফল ও অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা-২০২৪' সমাপনী অনুষ্ঠান গত ০২/১২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ বিএলআরআই এর মূল কেন্দ্র সাভারে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালাটির সমাপনী ঘোষণা করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজমুন নাহার করিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রধান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মোঃ বয়জার রহমান। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই দুইদিন ব্যাপী চলা এই কর্মশালায় অংশ নেওয়া বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. বিপ্লব কুমার রায়। সুপারিশমালা উপস্থাপনের পরে অনুষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। পর্বটি পরিচালনা করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএআরসি এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজমুন নাহার করিম বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে কাজ করছে দেশের সকল পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও খামারিগণ। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা বেড়েছে। আর এই বাড়তি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বিএলআরআই। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিএলআরআই এর প্রযুক্তি ও প্যাকেজ উদ্ভাবন প্রশংসনীয়।

এসময় তিনি আরও বলেন, টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও জনপ্রিয় প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিএলআরআই ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি পরিবেশ দূষণের প্রতি নজর দিয়ে গ্রীনহাউজ গ্যাসের নির্গমন কমানোর লক্ষ্যে গবেষণা করতে হবে। খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশীয় জাতসমূহের উৎপাদনশীলতাও বাড়াতে হবে। এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি গুড এনিম্যাল হ্যাজবেন্ড্রি ম্যানেজমেন্ট উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি তিনি কর্মশালা হতে প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও সুপারিশমালাকে বিবেচনায় নিয়ে গুরুত্বের আলোকে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় আমাদের জলবায়ুসহিষ্ণু প্রাণীর জাত উদ্ভাবনে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের দেশীয় জাতসমূহ বিরূপ আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অধিক পারদর্শী, বিরূপ আবহাওয়ায় তাদের উৎপাদনশীলতা তেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। তাই নতুন জাত উদ্ভাবনের সময় আমাদের দেশীয় জাতসমূহের উপরে গুরুত্বারোপ করতে হবে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। এসব রোগ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। প্রাণী ও পোল্ট্রি ফিডের উপরে গুরুত্ব দিতে হবে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্লোবাল পার্টনারশিপ গড়ে তুলতে হবে।

বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা-২০২৪ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বিএলআরআই-এর সাবেক মহাপরিচালকগণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, প্রাণী ও পোল্ট্রি উৎপাদন ও খামার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞ এবং সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিএলআরআই-এর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

এবারের কর্মশালায় ০৬ (ছয়)টি সেশনে সর্বমোট ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি গবেষণা প্রবন্ধ মৌখিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে প্রথম দিনে "অ্যানিম্যাল অ্যান্ড পোল্ট্রি ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিকস" শীর্ষক প্রথম সেশনে ০৬ (ছয়) টি গবেষণা প্রবন্ধ, "বায়োটেকনোলজি এন্ড ডেইরি রিসার্চ" শীর্ষক দ্বিতীয় সেশনে ০৬ (ছয়) টি প্রবন্ধ, "সোশিও-ইকোনোমিকস অ্যান্ড ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ" শীর্ষক তৃতীয় সেশনে ০৫ (পাঁচ) টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে "নিউট্রিশন, ফিডস অ্যান্ড ফিডিং ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক চতুর্থ সেশনে ০৬ (ছয়) টি গবেষণা প্রবন্ধ, "এনভায়রনমেন্ট, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক পঞ্চম সেশনে ০৪ (চার) টি প্রবন্ধ এবং "অ্যানিম্যাল অ্যান্ড পোল্ট্রি ডিজিজ অ্যান্ড হেলথ" শীর্ষক শেষ সেশনে ০৮ (আট) টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপনার পাশাপাশি বিএলআরআই সম্মেলন কক্ষ (চতুর্থ তলা) এর ছাদে বিভিন্ন গবেষণার উপর মোট ৫১ (একান্ন) টি পোস্টারও প্রদর্শন করা হয়।

বিএলআরআই এর ভূমিকা হওয়া উচিৎ দেশীয় জাত সংরক্ষণ

বিএলআরআই এর ভূমিকা হওয়া উচিৎ দেশীয় জাত সংরক্ষণ। আমাদের দেশীয় অনেক জাতই এখন বিলুপ্তপ্রায়। এসব জাত যাতে পুরোপুরি বিলুপ্ত না হয়ে যায়, সেদিকে সতর্ক হতে হবে। এক্ষেত্রে জোনভিত্তিক গবেষণার বিকল্প নেই। জাতীয়ভাবে অনেক সময় কোন বিষয়ের গুরুত্ব বোঝা যায় না, এলাকাভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রে সেটি সহজেই বোঝা যায়।

গত ১৪/১১/২০২৪ খ্রি. তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার দেশের একমাত্র প্রাণিসম্পদ গবেষণার জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর বিজ্ঞানী-কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মিজ্ ফরিদা আখতার এ কথা বলেন।

এ সময় তিনি আরও বলেন, বিএলআরআই যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তা জনগণের কাছে পৌঁছাতে হবে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে দেশের সাধারণ মানুষের কিছু পাওয়ার সুযোগ তৈরি করতে হবে। উৎপাদক পর্যায়ে উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে খামারিদেরকে সেবা বা সেবামূলক তথ্য দিতে হবে। উৎপাদন খরচ কমিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে কাজ করতে হবে যাতে করে আমাদেরকে বাইরে থেকে মাংস বা ডিম আমদানি করতে না হয়। তবেই আমরা প্রকৃতপক্ষেই খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবো।

গ্রামীণ নারী খামারিদের প্রশংসা করে তিনি আরও বলেন, "গ্রামীণ নারীরা প্রাণীর চরিত্র বোঝেন। কোন প্রাণীর আচরণ কেমন, কোন গরু কেমন দুধ দেয়, কোন গরুর দুধের স্বাদ কেমন, কোন মুরগি কেমন ডিম দেয় সেসবই তারা জানেন।" এসময় তিনি বিএলআরআই এর নারী বিজ্ঞানীদের সংখ্যায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন প্রাণিসম্পদ গবেষণায় নারী বিজ্ঞানীদেরও ব্যাপক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

মত বিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব শাহীনা ফেরদৌসী এবং সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিএলআরআই এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান/দপ্তর প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, শাখা প্রধানসহ সকল পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে (চতুর্থ তলা) মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। সভায় বিএলআরআই এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং বর্তমান গবেষণা কার্যক্রম উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং মহিষ উন্নয়ন ও গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. গৌতম কুমার দেব।

এর আগে সকালে উপদেষ্টা মহোদয় বিএলআরআই এ পৌঁছে একটি আম গাছের চারা রোপণ করেন। সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভা শেষ করে উপদেষ্টা মহোদয় ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গবেষণাগার ও খামার পরিদর্শন করেন। উপদেষ্টা মহোদয়ের পরিদর্শনের মধ্যে ছিলো ট্রান্সবাউন্ডারি এ্যানিমেল ডিজিজ রিসার্চ সেন্টারের ভ্যাকসিন এন্ড বায়োলজিক্স রিসার্চ

ল্যাবরেটরি, দেশি মুরগির খামার, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের খামার, মহিষ খামার, বিএলআরআই ফডার জার্মপ্লাজম ব্যাংক এবং রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি) গরুর গবেষণা খামার।

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিএলআরআই এ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত

গত ১৬/১২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে দিনব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এসময় মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, দপ্তর প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, শাখা প্রধানসহ ইনস্টিটিউটের সকল পর্যায়ের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এছাড়াও বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বাদ জোহর ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগীয় ভবন ও প্রশাসনিক ভবনে বর্ণাঢ্য আলোকসজ্জা করা হয়। একই সাথে বিএলআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহও পতাকা উত্তোলন, আলোকসজ্জাকরণসহ উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে অন্যান্য কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়।

বিএলআরআই এর নবনিযুক্ত মহাপরিচালক

দেশের একমাত্র প্রাণিসম্পদ গবেষণার জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর নবনিযুক্ত মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন ড. শাকিলা ফারুক। গত ১০/১১/২০২৪ খ্রি. অপরাহ্নে তিনি উক্ত পদে যোগদান করেন।

এর আগে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১০/১১/২০২৪ খ্রি. তারিখের আদেশ অনুসারে ইনস্টিটিউটের পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শাকিলা ফারুক মহোদয়কে মহাপরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

ড. শাকিলা ফারুক তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে মুরগির প্রজনন, বিশেষ করে দেশি মুরগির প্রজনন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানভিত্তিক পালন কৌশল নিয়ে কাজ করে চলেছেন। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ২০১০ সালে তিনি উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে এবং ২০২১ সালে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ড. শাকিলা ফারুক তাঁর কর্মজীবনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে ৬০ (ষাট) টিরও অধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তিনি পোল্ট্রি পালন, প্রজনন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ পোল্ট্রি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ দেশীয় জাতের লেয়ার স্ট্রেইন (ডিম পাড়া মুরগির জাত) বিএলআরআই লেয়ার-১ (শুভ্রা) ও বিএলআরআই লেয়ার-২ (স্বর্ণা) এবং দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ) উদ্ভাবনে গবেষক হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন। এছাড়াও তিনি কর্মজীবনে প্রায় শতাধিক গবেষণা প্রকল্প প্রণয়ন, তত্ত্বাবধায়ন এবং বাস্তবায়ন করেছেন। এছাড়াও তিনি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে "দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (২০১২- ২০১৮)" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছেন। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সাফল্যের পরিচয় রাখায় ড. শাকিলা ফারুক ২০১৭ সালে বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার কর্তৃক স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে সততা ও দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০১৮ সালে বিএলআরআই কর্তৃক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

ড. শাকিলা ফারুক তাঁর কর্মজীবনে অসংখ্য প্রশিক্ষণ অর্জন করেছেন। এর মধ্যে তিনি ২০০৩ সালে জাপানি উন্নয়ন সংস্থা জাইকা (JICA) কর্তৃক ফুকুশিমা জাপানের পোল্ট্রি উৎপাদন ও পোল্ট্রি প্রজনন বিষয়ে ০৩ (তিন) মাসের অধিক সময় প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

ড. শাকিলা ফারুক ১৯৭২ সালে কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই প্রখর মেধার পরিচয় রেখে চলেছেন। তিনি ১৯৮৮ সালে মাধ্যমিক এবং ১৯৯০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে পশুপালন অনুষদ হতে স্নাতক এবং ১৯৯৯ সালে 'অ্যানিম্যাল ব্রিডিং এন্ড জিনেটিকস' বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে 'পোল্ট্রি ব্রিডিং' বিষয়ে তিনি পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। সন্ধ্যায় নব নিযুক্ত মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক বিএলআরআইতে পৌঁছালে তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এসময় বিএলআরআই-এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, দপ্তর প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, শাখা প্রধানসহ সকল পর্যায়ের বিজ্ঞানী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিএলআরআইতে বিশ্ব ডিম দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপিত

বিশ্ব ডিম দিবস-২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ আয়োজিত হয় দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য নানা আয়োজন। বিএলআরআই-এর পোল্ট্রি রিসার্চ সেন্টারের আয়োজনে এবং পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে পালিত হয় বিশ্ব ডিম দিবস।

বেলা ১০.০০ ঘটিকায় বিশ্ব ডিম দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য একটি র‍্যালি। প্রধান অতিথি হিসেবে র‍্যালির উদ্বোধন করেন মৎস্য প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আমেনা বেগম, ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন মহোদয়সহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ। পাশাপাশি বিএলআরআই-এর সর্বস্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিটি বিএলআরআই-এর পোল্ট্রি রিসার্চ সেন্টার হতে শুরু হয়ে বিএলআরআই অভ্যন্তরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এরপর বেলা ১১.০০ ঘটিকায় বিএলআরআই-এর চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে বিশ্ব ডিম দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব আমেনা বেগম এবং বিসিএস লাইভস্টক

একাডেমির পরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান খান। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর সাবেক মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। উক্ত আলোচনা সভায় মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং বিএলআরআই-এর বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বিশ্ব ডিম দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব, ডিম খাওয়ার গুরুত্ব ও উপকারিতা, বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্প, ডিম উৎপাদনের অতীত ও বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে উপস্থাপনা করেন বিএলআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক এবং পোল্ট্রি রিসার্চ সেন্টারের দপ্তর প্রধান ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার।

উপস্থাপনার পরে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক আলোচনা।আলোচনায় অংশ নেন পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞ ও বিএলআরআই এর প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. কাজী মো. ইমদাদুল হক।

বিশেষজ্ঞগণের মতামত প্রদানের পরে অনুষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত আলোচনা। এর পরে আমন্ত্রিত অতিথিগণ বক্তব্য প্রদান করেন। বিশেষ অতিথিগণ, সভাপতির বক্তব্যের পাশাপাশি আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ

জ্ঞাপনমূলক বক্তব্য প্রদান করেন বিএলআরআই এর পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রু. দা.) ড. শাকিলা ফারুক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন বলেন, মন্ত্রণালয় ডিমের দাম কমানোর ব্যাপারে ইতোমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছে। আমদানির সিদ্ধান্ত হওয়ার পরে ডিমের দাম কিছুটা কমেছে। যদিও আমাদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মনে করে যে ডিম আমদানি সঙ্গত নয়। একেবারেই সীমিত পর্যায়ে সীমিত সময়ের জন্য আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কারণ খামারিরা ক্ষতিগ্রস্থ হোক আমরা চাই না। খামারিরা যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, আতঙ্কিত থাকে, তাহলে তারা ভবিষ্যতে খামার স্থাপন করবে না। এসময় তিনি পোল্ট্রি খাবারের দাম কিভাবে কমানো যায় তা গবেষণার মাধ্যমে খুঁজে দেখতেও পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও বিকেলে সাভারের গেরুয়ায় অবস্থিত মাদ্রাসা ও এতিমখানার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মধ্যে ডিম বিতরণ করা হয়।

বিএলআরআইতে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গত ১৬/১০/২০২৪ খ্রি. তারিখে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এ টি এম মোস্তফা কামাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ আবদুর রহমান এবং প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মোঃ রাকিবুল হাসান।

প্রশিক্ষণে উপস্থিত প্রশিক্ষকগণ তাদের বক্তব্যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং বিভিন্ন ধারা উপধারাসমূহ, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯; তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০২০; তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০; তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১; স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা প্রদান করেন ও এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উপদেষ্টা
ড. শাকিলা ফারুক
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আল-মামুন
দেবজ্যোতি ঘোষ
মোঃ জাহিদুল ইসলাম